সংবাদ

তারিখ ... 11 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সদরপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নেয়ার অভিযোগ

প্রতিনিধি, সদরপুর (ফরিদপুর)

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার সদরপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই অতিরিক্ত ফি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে বাধ্য করছে। অভিযোগ রয়েছে, সরকার ঘোষিত নির্ধারিত পরিমাণ ফি এর পরিবর্তে ৪০ থেকে ৪২শ; টাকা নিয়ে। ডিগ্রী (পাশ) শ্রেনীতে ভর্তি করিয়েছে ছাত্র/ছাত্রীদের, যা কিনা নির্ধাতি ফি এর চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি। আর, এ অতিরিক্ত ফি আদায় নিয়ে, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার থাকছে।

এদিকে সঠিক সময়ে ভর্তি হতে না, পারলে আরো বেশি জরিমানা দিতে হবে। এ কারণেই অনেকেই অতিরিক্ত ফি দিয়ে ভর্তি হয়েছে। এ বছর সদরপুর ডিগ্রি কলেজে বি,এ (পাশ) শ্রেণীতে ভর্তি হতে যে পরিমান অতিরিক্ত অর্থ পেয়েছে তাতে করে অধ্যক্ষের পকেট বেশ ভারি হবে বলে, মনে করেন অনেক অভিভাবক।

এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিধি অনুযায়ী বিবিধ ফি অনুযায়ী ১২থেকে ১৩শ: টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবে বলে জানা যায়। কলেজগুলোতে নির্ধারিত ফি নেয়ার কথা থাকলেও নিচ্ছে অনেক বেশী। যা কিনা অধ্যক্ষের রশিকতা হলেও অনেক শিক্ষার্থীর মরন দশা। এ ছাড়া গত উচ্চ মাধ্যমিকে (১ম বর্ষে) ভর্তির সময় প্রতি ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে বিভাগ ভেদে ৩২ থেকে ৩৭শ; টাকা নিয়ে ভর্তি করিয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে ভর্তি করার কথা থাকলেও সে নিয়ম সদরপুর ডিগ্রি কলেজের জন্য প্রযোজ্য নহে বলেই ধারণা অনেকের। চলতি শিক্ষা বর্ষে বি.এ (পাশ) ভর্তি হয়েছে প্রায় ২০০ জন ছাত্র/ছাত্রী। এছাড়া কলেজের অভ্যন্তীণ উন্নয়ন ও সাজসজ্জা ফুলের গাছ রোপণসহ কৃত কাজের ব্যাপারেও অনেক অসংগতি দেখা যায়, যা কাজের ভাউচারের সঙ্গে বাস্তব কাজের কোন মিল নেই। এসব ঘটনা সঠিক ভাবে তদন্ত করলে বেরিয়ে আসতে পারে অনেক রহস্য।

> আপনাদের মত অনেক সাংবাদিককে আমি চিনি, আমার হাত অনেক বড় লম্বা, আমি আপনাদের কাছে কোন প্রকার তথ্য দিতে বাধ্য নই
>
> –অধ্যক্ষ

আরো জানা যায়, গত কয়েক দিন আগে অধ্যক্ষসহ তার মনোনীত ১৫/১৬ জনশিক্ষকসহ পিকনিক করে আসলেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন লোকেশনে। যা কী-না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজান্তে।

পিকনিকের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা থাকলেও অধ্যক্ষ কাউকে না, জানিয়ে ক্লাস বন্ধ রেখে পিকনিক করে ফিরে আসলেন বলে জানা যায়। প্রায় সপ্তাহের বেশি সময় ক্লাস বন্ধ রেখে পিকনিক করে আসলেন এটা কেমন হলো, এ প্রশ্ন অনেকের। এই নিয়ে কথা হলে অত্র কলেজের এজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ছাত্র/ছাত্রীদের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করবে কোথায়? তাই পিকনিক করে আসলো। এ ছাড়া নিয়মিত ভাবে কলেজে আসেন না।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইলে তিনি বিভিন্ন মহলকে নিয়ে কথা বলেন এবং তিনি উচ্চ স্বরে প্রতিবেদককে বলেন, আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকি। আপনাদেও মত অনেক সাংবাদিককে আমি চিনি, আমার হাত অনেক বড় লম্বা, হয়তো আপনাদে জানা নেই, আমি আপনাদের কাছে কোন প্রকার তথ্য দিতে বাধ্য নই। আপনারা যা, কিছু পারেন লিখে দিতে পারেন, এতে আমার কিছু যায়, আসে না। আমি যা , কিছু করি তা সঠিক বলেই করি।

তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, আমার চেয়ার সম্পর্কে আপনাদের কী ধারনা আছে। হুমকির শুরে বলেন, আর কখনো এ কলেজে আসবে না, আমি যতক্ষণ এখানে থাকি। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা ও অভিভাবকরা বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যক্ষ কলেজের বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি করে আসছে। অনেকেই তার দুর্নীতি অনিয়ম মুখ বুজে সহ্য করে আসছে। অধ্যক্ষের সামনে মুখ খুলার সাহস কারো নেই। ভুক্তভোগী মহলের জিজ্ঞাসা অধ্যক্ষের খুঁটির জোর কোথায়? জানতে চায় ভুক্তভোগী মহল। অভিজ্ঞ মহলের প্রশ্ন এত অনিয়ম করেও কী ভাবে পার পেয়ে যায়। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী মহল যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছে।